দামুড়হুদায় করোনার টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন

গতকাল সকাল ১০টায় ঢাকা মহাখালী স্বাস্থ্য ভবনে ভার্চুয়ালী টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহেদ মালেক। এর মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে টিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় গতকাল সকালে দামুড়হুদা উপজেলা সাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় তিনি বলেন টিকা প্রয়োগে দেশের পরিস্থিতি আবারও স্বাভাবিক হবে, আবারো মানুষের কাজের গতি ফিরে আসবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মন্জু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীসহ দামুড়হুদা উপজেলা স¦◌াস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মচারী ও কর্মকর্তা বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ। এ সময় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফসহ বেশ কয়েক জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করছেন।

দামুড়হুদায় রাস্তার নির্মাণ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রত্যেক পরিবার ও তাদের আশেপাশের দুস্থ অসহায় নারীদের হতে কম্বল তুলে দেন। এই প্রথম বারের মত প্রচণ্ড শীতে কম্বল পেয়ে তারা খুব খুশি।

দামুড়হুদায় আধুনিক পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় আধুনিক পদ্ধতিতে সমালয় ব্লক প্রদর্শনী বোরো ধানের প্রদর্শনী প্রটের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রথম দামুড়হুদায় আধুনিক পদ্ধতি ধান চাষ শুরু করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার বিকাল ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাইস প্লান্টার মেশিনের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, এ দেশের অর্থনীতি মূলত ধান উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য চাহিদা। নতুন নতুন বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় কমছে আবাদি জমির পরিমাণ। চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের মাধ্যমে কম খরচে অধিক ফলন বাড়াতে আমাদের উচ্চ ফলন শীল ও আধুনিক পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলী হাসান এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কোমার সিংহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্যে কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন, দিন দিন আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কৃষিতে শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাচ্ছে, তাতে করে ধানের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই কারণে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের

ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

ধানের উৎপাদন খরচ কমাতে দেশের ৪৯২ উপজেলার মধ্যে ৬১টি উপজেলায় প্রথমবারের মতো এই পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে। এর মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের অদূরে হাউলির ১নং সেচ পাম্পো আওতায় মাঠের ১৫০ বিঘা জমিতে হাইব্রিড জাতের এই ধান চাষ করা হবে। এরই মধ্যে তিন ধরনের পদ্ধতিতে বীজতলা ও চারা তৈরির সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল থেকে রোপণ কাজ শুরু করা হলো কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত জমিতে রোপণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা শফিউল কবির ইউসুফ, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলি, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, ১নং কৃষক সেচ কমিটির সভাপতি ইসমাইল হোসেন, কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান শেষে দেশের সবচেয়ে বড় (৪০) বিঘা জমিতে সফল মাল্টা চাষি শাখাওয়াত হোসেন ও ইটার মৌসুম শেষে ঐ জমিতে ধান চাষের জন্য ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি টিটু মিয়াকে সম্মনা সরুপ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বীজ তলা তৈরীতে সহায়তা করার জন্য আব্দুর রশিদ, আমিনুল ইসলাম ও সাইদুর রহমানকে পুরস্কৃত করা হয়। এর আগে অতিথিগণের উপস্থিতিতে রাইস প্লান্টার মেশিনের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ

হস্তান্তর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীণ পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠান।

গতকাল শনিবার ২৩ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ১০ টার সময় ভার্চুয়াল আলোচনা সভার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গণভবন হতে দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১শত ৮৯ পরিবার কে ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ঘর প্রদান কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন।

সকল ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি জমি ও বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। দেশের গৃহহীন প্রতিটি মানুষ ঘর না পাওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

দামুড়হুদা উপজেলা সভাকক্ষে,মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতৃক ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান, অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাফুজুর রহমান মন্জু, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত সিংহ, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ সাহিদা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ হযরত আলী সহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৩২ টি পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক বিশেষ এই উপহার।

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে সংঘর্ষ, মহিলাসহ আহত ৪

দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ ৪ জন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

আহতরা হলেন দামুড়হুদা উত্তর চাঁদপুর গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মুন্নাফ আলী (৪০), নাজমুলের স্ত্রী ময়না খাতুন (২৫), শওকত আলীর স্ত্রী হারিছন (৬০), লিটনের স্ত্রী নাহিদা খাতুন (২৫)।

দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে এঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মুন্নাফ আলী দোকান হতে বাড়ি ফেরার পথে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে একই গ্রামের আলফার ছেলে ইসরাফিল, জাহাঙ্গীর, আলম ও আলমের ছেলে মিরাজুল, জাহাঙ্গীরের ছেলে সাদিকুর, হঠাৎ বাঁশের লাঠি, লোহার শাবল, রামদা দিয়ে মারপিট করতে থাকে।

পরে পরিবারের লোকজন মুন্নাফ কে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে নাজমুলের স্ত্রী ময়না খাতুন,শওকত আলীর স্ত্রী হারিছন, লিটনের স্ত্রী নাহিদা খাতুনকে বেধড়ক পিটাতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা রক্তাত ভাবে রাস্তার উপরে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাদের কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এব্যাপারে লিটন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, উত্তর চাঁদপুর গ্রামে একটি মারামারি ঘটনা ঘটেছে। লিটন আলী বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দূরত্ব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মসজিদের বিল্ডিংয়ের কাজ করা হয় নি সেহেতু ১৪ বছরের উত্তলন করা সব টাকায় থাকার কথা। মসজিদের বিল্ডিংয়ের সকল কাজ ভুট্টা ও পাটের সময় গ্রামবাসীর দানকৃত টাকা দিয়েই হয়ে থাকেন।

স্থানীয় সচেতন মহল বলছেন, আক্কেল হুজুর আমাদের এ মসজিদে দীর্ঘ ১৪ বছর একটানা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করে আসছিলো। তিনি দ্বায়িত্বে থাকা কালে মুরসুল্লিদের দেওয়া টাকা, মসজিদের গাছের ডাব বিক্রির টাকাসহ বিভিন্ন দানের টাকা তিনি আত্মসাৎ করে আসছিলেন। টাকার হিসাবের গড়মিলের সমাধানের জন্য বার বার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও সমাধানে না আসায় ঝুঁলে ছিল।

বিষয়টি গ্রামে জানাজানির এক পর্যায়ে কমিটিসহ মুসুল্লিদের চাপাচাপির ফলে আক্কেল জানান সকল খরচের পরে ১২ হাজর টাকা অবশিষ্ট রয়েছেন।

এ বিষয়ে কমিটির সদস্যরা বলেন, কমিটিতে টাকা থাকার কথা প্রায় ৪ লাখের মতো। পরে তিনি থাতা পত্র ঘাটাঘাটি করে বলেন না হিসাবে ভুল ছিল কমিটিতে ৪০ হাজার টাকা আছে।

এবিষয়ে কমিটির সহ-সভাপতি মিসকাত আলী মাস্টার বলেন, আমি গত কয়েক মাস ধরে মসজিদ কমিটির সহ- সভাপতি হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছি। কমিটির সকল সদস্যসহ গ্রামবাসী মসজিদের হিসাব নিতে গেলে হিসাবে বড় আকারের ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আমি কমিটিতে আসার পর রেজুলেশনসহ আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য বলি এবং আগের হিসাব দেখাতে বলি। কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল তা দেখাতে পারেন নি।

পরে তিনি ১২ তারিখের মিটিংয়ে সঠিক হিসাব না দিতে পারলে উপস্থিত সকলকে বলেন, আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দেন।

এ সময় উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্তে আক্কেলকে ৫ লক্ষ টাকা মসজিদ কমিটির হিসাবে দিতে বললে তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার রাজি হন। তবে তিনি টাকা পরিষদ না করে আত্মগোপনে রয়েছেন।

আমাদের গত তিন সপ্তাহে মসজিদ থেকে ১৯ হাজার টাকা আয় হয়, সেহেতু দীর্ঘ ১৪ বছরে কম করে হলেও তিনি প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মতো টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে মনে করছি।

এ বিষয়ে মোক্তারপুর গ্রামের নজরুল মাস্টার, আঃ রাজ্জাক, সাবেক

মেম্বর আক্কাচ আলী, জাফিরুল মাস্টার, আনছার মোল্লা, আওয়াল, আমির ফন্দি, লুৎফর মাস্টার, সাইদুর রহমান(টোকন), হাফিজুর, সামাদসহ গ্রামবাসীরা কমিটির সহ-সভাপতি মিসকাত মাস্টারের সাথে একমত হয়ে জানান, আল্লাহর ঘরের দানের টাকা নিয়ে আক্কেল হুজুরের এধরণের আচরণ খুবই দুঃখ জনক।

এটা মেনে নেওয়া একজন মুমিনের পক্ষে কষ্টকর। শুনলাম আক্কেল হুজুর নাকি গ্রামে মেম্বারের ভোট করবেন, তিনার মতো মানুষ জনপ্রতিনিধি হলে জনসাধারণ সেবার পরিবর্তে হয়রানির স্বীকার হবেন।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কম্পিউটার প্রদান

দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের এলজি এসপির অর্থায়নে আটটি কম্পিউটার প্রদান করেছেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই কম্পিউটার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নে কাজের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে এলজি এসপির অর্থায়নে কম্পিউটার দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, হাউলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, কুড়ালগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ এনামুল হক ইনু, জুড়ানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়ামিন ও নাটুদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম।